

বাঁশখালী কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প: এস আলম গ্রুপের বিজ্ঞাপনী অপপ্রচার ও প্রকৃত তথ্য কল্লোল মোস্তফা

‘ভুল ধারণা ও বাস্তব অবস্থা’ শিরোনামে এস আলম গ্রুপের একটি বিজ্ঞাপন চট্টগ্রামের স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রায় অর্ধেক পাতাজুড়ে বেশ কয়েক দিন ধরে প্রচারিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনে বাঁশখালী উপজেলার গণ্ডামারা এস আলম গ্রুপের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত সংবাদ সম্পর্কে এস আলম গ্রুপের একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। ৪ এপ্রিলের বাঁশখালী হত্যাকাণ্ডে এস আলম গ্রুপের ভূমিকা আড়াল করতে ও কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পটিকে একটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্প হিসেবে হাজির করতে বিজ্ঞাপনটিতে যথেষ্ট মিথ্যাচার করা হয়েছে। এখানে এস আলম গ্রুপের মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্যের বিপরীতে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

১. কৃষিজমি, লবণমাঠ ও বসতভিটায় প্রকল্প প্রসঙ্গে :

এস আলম গ্রুপের দাবি : “প্রকল্প এলাকায় একফসলি জমি (লবণ চাষ করা হয়) ও স্বল্প ভূমিতে কিছু টিনশেড ও কুঁড়েঘর রয়েছে।”

প্রকৃত তথ্য : প্রথমত, এস আলম গ্রুপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা গোপন করে যে ৬৬০ একর জমি ক্রয় করেছে, সেখানে লবণমাঠ ছাড়াও দু-তিনফসলি জমি, বসতবাড়ি, কবরস্থান ইত্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্প এলাকাটি শুধু ৬৬০ একর বা ৮৫৫ একর (বিজ্ঞাপনের দাবি অনুযায়ী) জমিতেই সীমাবদ্ধ নয়। গত ৫ নভেম্বর ২০১৫ বাঁশখালী উপজেলার ভূমি অফিস থেকে এস আলম গ্রুপকে জমি কেনার অনুমোদন বাবদ দেওয়া প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, এস আলম গ্রুপ দুটি ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে গণ্ডামারা, পশ্চিম বড়ঘোনা ও পূর্ব বড়ঘোনা মৌজার মোট ৫০৩২.১৪ একর জমি হস্তগত করতে চায়, যার মধ্যে ৩৩০৩ একর জমি ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং খাসজমি ১৭২৮.৯৭ একর। ভূমি অফিস থেকে এস আলম গ্রুপকে ৩০০০ একর জমি ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, যদিও ভূমি অফিসের প্রতিবেদনে এস আলম গ্রুপের সাথে যোগসাজশে গণ্ডামারা, পশ্চিম বড়ঘোনা ও পূর্ব বড়ঘোনা মৌজায় মাত্র ১৫০টি বসতবাড়ি দেখানো হয়েছে, বাস্তবে সেখানে সাত হাজার বসতবাড়িসহ বহুসংখ্যক স্কুল, মাদ্রাসা, কবরস্থান, বাজার ইত্যাদি রয়েছে। খোদ সরকারি ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, শুধুমাত্র গণ্ডামারা ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৪৫৭৪৮ জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১টি, মাদ্রাসা ৬টি, কেজি স্কুল ৪টি।

(সূত্র: <http://gandamaraup.chittagong.gov.bd/node/এক-নজরে-গণ্ডামারা-ইউনিয়ন>)

চতুর্থত, কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র যেহেতু চারপাশের ২০-২৫ কিলোমিটার এলাকার জন্য ক্ষতিকর, ফলে শুধু প্রকল্প এলাকার বসতিই নয়, এর চারপাশের বসতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২. গাছপালা, কৃষি, মৎস্য চাষসহ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জনস্বাস্থ্য ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি প্রসঙ্গে :

এস আলম গ্রুপের দাবি: “নিয়োগ করা আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরামর্শক

প্রতিষ্ঠান বলেছে, ভূগর্ভের পানি, গাছপালা ও বায়ুমণ্ডলের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।”

প্রকৃত তথ্য: প্রথমত, আবাসিক এলাকায় এবং কৃষিজমির ওপরে ১৩২০ মেগাওয়াটের বিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে যাওয়াটা কী ভয়ংকর একটি কাজ, সেটা অনুধাবন করতে গেলে প্রথমে বোঝা দরকার একটি কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশের ওপর কী কী প্রভাব ফেলে :

ক) বায়ুদূষণ: একটি ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে উৎপাদিত বায়ুদূষণকারী উপাদানগুলো হলো :

১) ৫২ হাজার টন সালফার ডাই-অক্সাইড। এই সালফার ডাই-অক্সাইড এসিডবৃষ্টির কারণ এবং অন্যান্য উপাদানের সাথে বাতাসে ক্ষুদ্র কণিকার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে ফুসফুস ও হার্টের রোগসহ বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ হয়।

২) ৩১ হাজার টন নাইট্রোজেন অক্সাইড। এই নাইট্রোজেন অক্সাইড ফুসফুসের টিস্যুর ক্ষতি করে, যার ফলে শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগ হতে পারে।

৩) ১৩০০ টন ক্ষুদ্র কণিকা, যার ফলে ব্রংকাইটিসসহ ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ বেড়ে যায়।

৪) ৪৪০ পাউন্ড মার্কারি বা পারদ। পারদের কারণে ব্রেন ডায়ামেজসহ স্নায়ুতন্ত্রের নানা রোগ হয়।

৫) ৫৯০ পাউন্ড বিষাক্ত আর্সেনিক, যার ফলে আর্সেনিকোসিস ও ক্যান্সারের বিস্তার ঘটে।

৬) ৩০০ পাউন্ড সিসা, ১০ পাউন্ড ক্যাডমিয়াম এবং পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য ভারী ধাতু।

খ) কঠিন ও তরল বর্জ্য: কয়লা পুড়িয়ে ছাই তৈরি হয় এবং কয়লা ধোয়ার পর পানির সাথে মিশে তৈরি হয় আরেকটি বর্জ্য তরল কয়লা বর্জ্য। ছাই এবং এই তরল উভয় বর্জ্যই বিষাক্ত, কারণ এতে বিষাক্ত আর্সেনিক, মার্কারি বা পারদ, ক্রোমিয়াম-এমনকি তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম থাকে। ছাই বা ফ্লাই অ্যাশকে বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিকটে অ্যাশপন্ড বা ছাইয়ের পুকুরে গাদা করা হয় এবং স্লারি বা তরল বর্জ্যকে উপযুক্ত ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে দূষণমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ছাই বাতাসে উড়ে গেলে, ছাই ধোয়া পানি চুইয়ে কিংবা তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে মাটিতে বা নদীতে মিশলে ভয়াবহ পরিবেশদূষণ ঘটে। একটি ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বছরে ৭ লাখ ৫০ হাজার টন ফ্লাই অ্যাশ এবং ২ লাখ টন বটম অ্যাশ উৎপাদিত হয়, যার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করা কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি বড় সমস্যা।

গ) পানিদূষণ: কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কঠিন ও তরল বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে, সংরক্ষণ আধার থেকে চুইয়ে নানাভাবে ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানির সাথে মিশে পানিদূষণ ঘটায়, যার ফলে পানির মাছ, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি হুমকির মুখে পড়ে।

ঘ) শব্দদূষণ: কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইন, কম্প্রসার, পাম্প, কুলিং টাওয়ার, কনস্ট্রাকশনের যন্ত্রপাতি, পরিবহনের যানবাহনের মাধ্যমে ব্যাপক শব্দদূষণ ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়ত, জাইকার একটি রিপোর্টে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের পক্ষে কথা বলা হলেও, স্বীকার করা হয়েছে, সমুদ্রের যে স্থানে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের

পানি নির্গত হবে, সেই স্থানের পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হবে, এমনকি ১.৩ কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত ২ ডিগ্রি ও ১.৮ কিলোমিটার পর্যন্ত তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি বেশি হবে, ফলে উক্ত স্থানের মাছের ক্ষতি হবে।

[সূত্র : Preparatory Survey on Chittagong Area Coal Fired Power Plant Development Project in Bangladesh
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12233847.pdf]

তৃতীয়ত, যেসব স্থানে কৃষিজমি ও লোকালয়ের পাশে একসময় কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে মানুষের ফুসফুসের অসুখ-বিসুখ যেমন বেড়েছে, তেমনি ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। যেমন-মহারাষ্ট্রের দাহানায় রিলায়েন্সের ৫০০ মেগাওয়াট কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পর ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সফেদার ফলন প্রায় ৬০ শতাংশ কমে গেছে। এই কমে যাওয়ার হার কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানেই বেশি। আগে যেখানে একরপ্রতি সফেদা হতো ৯.২ টন, এখন সেখানে একরপ্রতি ফলন ৩.৭ টন।

[সূত্র: Impact of Coal-fired Thermal Power Plants on Agriculture; A case study of Chicku (Sapota) orchards of Dahanu, Maharashtra
http://www.academia.edu/278519/Impact_of_Coal-fired_Thermal_Power_Plants_on_Agriculture_A_case_study_of_Chicku_Sapota_orchards_of_Dahanu_Maharashtra]

চতুর্থত, ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণপট্টম ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অঞ্চলের উপকূলীয় কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ঘুরে এসে শ্রীপদ ধর্মাধিকারী নামের একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ 'ব্রেকিং দ্য মিথ বিহাইন্ড কোস্টাল থার্মাল পাওয়ার প্লান্টস' শিরোনামে একটি লেখায় লিখেছেন-

“কৃষ্ণপট্টম অঞ্চলে যখন একের পর এক কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বন্দর নির্মিত হতে থাকল তখন দেখা গেল, এই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানি ক্রমশ লবণাক্ত হতে থাকল। কয়েক বছরের মধ্যে এই পানি একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেল। এখন গ্রামবাসীকে বন্দর কর্তৃপক্ষের সরবরাহ করা ট্যাংকের পানির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু এই পানি পান করার উপযুক্ত নয়, তাই অনেক পরিবারকে এখন বোতলের পানি কিনে খেতে হচ্ছে।”

তিনি আরো লিখেছেন, “কৃষ্ণপট্টম গ্রামের পার্শ্ববর্তী গুমাল ডিব্বা গ্রামে ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততার পাশাপাশি মৎস্য চাষাবাদও নষ্ট হয়েছে... বেশ কয়েকটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এখানে তরল বর্জ্য নির্গত হয়, যার মধ্যে গরম পানিও রয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, একদিকে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্গত তরল উষ্ণ বর্জ্যের কারণে বিশেষত পোনা মাছ মারা যায়, অন্যদিকে ড্রেজিংয়ের কারণে ঘোলা পানি ও অন্যান্য বর্জ্যের কারণে বড় মাছও মারা যায়। এই দুইয়ে মিলে তাদের মৎস্য চাষাবাদ প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে স্থানীয়রা এখন নিজেদের খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত মাছই পায় না, বাজারে বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত মাছ পাওয়াতো দূরের কথা। তাছাড়া জাহাজ আসা-যাওয়ার কারণে মাছ ধরার নৌকা চলাচলে নিষেধাজ্ঞার কারণে মাছ ধরাও কঠিন হয়ে গেছে...সেই সাথে কয়লার গুঁড়া ও ছাইয়ের সমস্যা তো আছেই-গ্রামের সর্বত্রই এমনকি পানির উৎসগুলোও এই দূষণে আক্রান্ত।”

[সূত্র: Breaking the myth behind Coastal Thermal Power Plants

<http://indiatogether.org/water-concerns-near-coastal-thermal-power-plant-krishnapattanam-cheyyur-environment>]

৩. পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু প্রসঙ্গে

এস আলম গ্রুপের দাবি: “পরিবেশবাদীদের এই ধরনের বক্তব্য অসত্য ও ভিত্তিহীন। পরিবেশ ছাড়পত্রের জন্য ফি জমা দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ২২ মার্চ ২০১৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক প্রাথমিক ছাড়পত্র দিয়ে বলেছেন, সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।”

প্রকৃত তথ্য: প্রথমত, পরিবেশ বিধিমালা ১৯৯৫ অনুযায়ী কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো লাল তালিকাভুক্ত প্রকল্পে যেকোনো ভৌত অবকাঠামোগত কাজ শুরু করার আগে সাইট ক্লিয়ারেন্স এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) করে তার অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। আর বিদ্যুৎকেন্দ্রে যন্ত্র স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ করার আগে পেতে হয় পরিবেশ ছাড়পত্র। বাঁশখালীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য ওই তিন অনুমোদনের কোনোটাই এখনো পায়নি এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন এসএস পাওয়ার লিমিটেড (সূত্র: প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০১৬)।

দ্বিতীয়ত, এমনকি ২২ মার্চ ২০১৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক কর্তৃক প্রাথমিক ছাড়পত্র প্রদানের দাবিটিও পুরোপুরি মিথ্যা। গত ১১ এপ্রিল পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক মকবুল হোসেন বলেছেন, গণ্ডামারার বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের সার্টিফিকেট বা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়নি (সূত্র: ডেইলি স্টার, ১৩ এপ্রিল ২০১৬)।

৪. চাষের জমি ও কর্মসংস্থান হারানো প্রসঙ্গে

এস আলম গ্রুপের দাবি: “যোগ্যতা অনুযায়ী প্রতিটি পরিবার থেকে চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে।”

“প্রথম ৫ বছরে প্রকল্প এলাকায় কাজ করবে ৭ হাজার লোক। প্রকল্প নির্মাণ শেষে স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে প্রত্যক্ষভাবে ১ হাজার লোকের। পরোক্ষভাবে আরো ৫ হাজার লোকের।”

প্রকৃত তথ্য: একটি ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ পর্যায়ে ৪ হাজার অস্থায়ী কর্মসংস্থান এবং পরিচালনা পর্যায়ে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৬০০ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। শুধুমাত্র গণ্ডামারায় লবণ, চিংড়ি, সামুদ্রিক মৎস্য ও কৃষির মাধ্যমে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়। এর সাথে আশপাশের ইউনিয়নের কর্মসংস্থান যোগ করলে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে কয়েক লাখ কর্মসংস্থান বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এসব কর্মসংস্থান ধ্বংস করে মাত্র ৬০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়।

তা ছাড়া কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনায় মূলত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোকের কর্মসংস্থান হয় বলে এসব কর্মসংস্থানের খুব সামান্যই স্থানীয় জনগণের ভাগ্যে জুটবে। চার থেকে সাড়ে চার বছরের নির্মাণ পর্যায়ে বড়জোর মাটি কাটা, মালামাল পরিবহন, নির্মাণকাজের শ্রমিক ইত্যাদি কিছু অস্থায়ী মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান জুটতে পারে স্থানীয় কিছু মানুষের। কিন্তু পরিচালনা পর্যায়ে যে ৬০০ কর্মসংস্থান হবে, তার বেশির ভাগই কারিগরি হওয়ার কারণে সেখানে খুব কমসংখ্যক স্থানীয়

মানুষেরই কাজ জুটবে।

এ বিষয়ে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণপট্টম গ্রামের কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শ্রীপদ ধর্মাধিকারী লিখেছেন, “শিক্ষিত না হওয়ার কারণে স্থানীয় জনগণের পক্ষে অন্য কোনো ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বন্দরে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, খুব বেশি হলে যে কাজগুলো এলাকাবাসীর কপালে জোটে তা হলো সুইপার ও দারোয়ানের কাজ। এবং এগুলো স্থায়ী চাকরি নয়, চুক্তি ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়।”

[সূত্র: <http://indiatgether.org/water-concerns-near-coastal-thermal-power-plant-krishnapattanam-cheyyur-environment>]

৫. ভারত ও চীনের কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রসঙ্গে

এস আলম গ্রুপের দাবি: “সারা বিশ্বে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৭০ শতাংশই হলো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। চীনে ৯০ আর ভারতে ৭০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় কয়লা থেকে। আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের মতো উন্নত দেশেও এই ধরনের প্রকল্প চালু রয়েছে।”

প্রকৃত তথ্য: প্রথমত, বিজ্ঞাপনের তথ্যগুলো সঠিক নয়। বর্তমানে সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৩৯ শতাংশ, চীনের ৬৩ শতাংশ এবং ভারতের ৬২.১ শতাংশ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদিত হয়।

[সূত্র: <http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Electricity-Generation-by-Energy-Source#tspQvChart>
<https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=CHN>
<http://powermin.nic.in/power-sector-glance-all-india>]

দ্বিতীয়ত, সন্দেহ নেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একসময় ব্যাপক আকারে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণের ভয়াবহতা দিনে দিনে উন্মোচিত হওয়ার কারণে বর্তমানে ওইসব দেশের অনেকগুলোই কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরে আসছে।

চীনে প্রতিবছর ২ থেকে ৪ শতাংশ হারে কয়লাবিদ্যুতের ব্যবহার কমছে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ২০ শতাংশ হারে বাড়ছে।

[সূত্র: <http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/19/chinas-coal-burning-in-significant-decline-figures-show>]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৪ থেকে ২০১৫ সাল-এই এক বছরে কয়লাবিদ্যুৎ উৎপাদন কমেছে ১৪.৩ শতাংশ।

[সূত্র: <http://bluevirginia.us/2016/02/coal-fired-generation-declines-14-3-in-2015-wind-and-solar-energy-booms-the-changing-of-the-energy-guard-is-coming>]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২২ সাল নাগাদ ৪৬ হাজার মেগাওয়াট কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে।

[সূত্র: <http://www.treehugger.com/environmental-policy/12300-megawatts-coal-power-will-shut-down-us-2015-lots-more-to-come.html>]

তৃতীয়ত, পরিবেশের কঠোর বিধিবিধান মেনে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সর্বত্রই খুব কঠিন হয়ে উঠেছে, বাঁশখালীর মতো ঘনবসতিপূর্ণ জনপদে এ রকম বড় আকারের কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের

তো প্রশ্নই আসে না। উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা বলা যায়। ভারতে নগর শহরের ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিরুৎসাহ করা হয়। ২০১০ সালে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় দুই ফসলি কৃষিজমির ওপর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে ভারতের কেন্দ্রীয় ঘনি প্যানেল মধ্য প্রদেশে ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার করপোরেশনের (এনটিপিসি) ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাতিল করে দেয়।

[সূত্র: <http://www.thehindu.com/news/national/ntpcs-coalbased-project-in-mp-turned-down/article819873.ece>]

৬. সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার প্রসঙ্গে

এস আলম গ্রুপের দাবি: “আমাদের পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে কয়লার ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে সর্বাধুনিক মেশিন আমদানি করা হবে।”

প্রকৃত তথ্য: তাপীয় কর্মদক্ষতা বা ইফিশিয়েন্সি অনুসারে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র তিন প্রকার-সাব-ক্রিটিক্যাল, সুপার ক্রিটিক্যাল এবং আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল। সাব-ক্রিটিক্যাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ন্যায় সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ও নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, পারদ, সিসা, আর্সেনিক মিশ্রিত বিষাক্ত ছাই ইত্যাদি নির্গত হয়। পার্থক্য হলো, সাব-ক্রিটিক্যাল টেকনোলজির তুলনায় সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করলে দূষণের পরিমাণ সর্বমোট মাত্র ৮ থেকে ১০ শতাংশ হ্রাস পায়, যা কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহ দূষণ সামান্যই কমাতে পারে। যদি পুরনো সাব-ক্রিটিক্যাল টেকনোলজির কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দৈনিক ১০০ টন বিষাক্ত সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহলে সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহার করলে সালফার ডাই-অক্সাইড নির্গমন সর্বোচ্চ ১০ টন কমে ৯০ টন হতে পারে। এই সামান্য ১০ টন হ্রাস পাওয়ার ঘটনা থেকে যদি প্রচার করা হয় যে সুপার ক্রিটিক্যাল বা আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি ব্যবহারের ফলে কোনো পরিবেশদূষণ হবে না, তাহলে সেটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

৭. তথ্য গোপন করে জমি ক্রয় প্রসঙ্গে

এস আলম গ্রুপের দাবি: “জমি কেনার সময় মালিকদের কাছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। কোনো ধরনের তথ্য গোপন করা হয়নি।”

প্রকৃত তথ্য: গত ৫ নভেম্বর ২০১৫ বাঁশখালী উপজেলা ভূমি অফিসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “ইতোমধ্যে এস আলম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জেনেসিস টেক্সটাইল এক্সেসরিজ অ্যান্ড অ্যাপারেলস লি. ও এস আলম ভেজিটেবল অয়েল লি: কর্তৃক উল্লিখিত মৌজাগুলোতে প্রায় ৬৬০.৪০ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে।” এভাবে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা গোপন করে টেক্সটাইল ও ভেজিটেবল অয়েল কারখানা তৈরির কথা বলে জমি ক্রয় করার কারণেই স্থানীয় জনসাধারণ গুরুত্ব দিকে কর্মসংস্থান হবে ভেবে জমি বিক্রি করেছে, কিন্তু এক পর্যায়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর থেকেই স্থানীয় জনগণ কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে।

কল্লোল মোস্তফা : প্রকৌশলী

ই-মেইল : kallol_mustafa@yahoo.com